বিমল দে প্রযোজিত • চিত্রলিপি ফিল্ম্‌স্-এর

একটি দুঃসাহসিক

ছবি

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা

অগ্রগামী

চিত্রলিপি ফিল্মস্-এর নিবেদন

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

প্রযোজনা : **বিমল দে।** চিত্রনাট্য ও পরিচালনা : **অগ্রগামী**

কাহিনী : **রমাপদ চৌধুরী**

সুর ও সংগীত রচনা : **রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর** (বিশ্বভারতীর সৌজন্যে)

সংগীত পরিচালনা : **ওস্তাদ বাহাদুর খাঁন,** রবীন্দ্র সংগীত তত্ত্বাবধানে : সাগর সেন। কণ্ঠশিল্পী : সাগরময় সেন ও নবাগতা অরুন্ধতী হোম চৌধুরী। আলোকচিত্রগ্রহণ : বিশু চক্রবর্তী। শব্দগ্রহণ : শ্যামসুন্দর ঘোষ, অনিল দাশগুপ্ত, সোমেন চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদনা : দুলাল দত্ত। শিল্প-নির্দেশনা : সুভাস সিংহরায়। সঙ্গীতানুলেখন ও শব্দপুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ। রূপ-সজ্জা : অনন্ত দাস। রূপ-সজ্জা সহযোগিতায় কেষ্ট ঘোষ। ব্যবস্থাপনা : নিতাই সিংহ, সুনীল মজুমদার। চিত্রনাট্য সহযোগিতা : জয়ন্ত ভট্টাচার্য। পরিচালনায় সহযোগিতা : তরুণ কুমার দে। সম্পাদনায় সহযোগিতা : কাশীনাথ বসু।

: সহকারীবৃন্দ :

চিত্রগ্রহণে : শঙ্কর গুহ, তরুণ গুপ্ত, কে, এ, রেজা, দেবেন দে, রবীন সেনগুপ্ত, কেষ্ট বসু। শব্দগ্রহণে : জ্যোতি চ্যাটার্জি, ভোলানাথ সরকার, পাঁচুগোপাল ঘোষ, রবীন চৌধুরী। শিল্প-নির্দেশনায় : সোমনাথ চক্রবর্তী। রূপ-সজ্জায় : বিলু জানা। সাজ-সজ্জায় : কেদার শর্মা। ব্যবস্থাপনায় : কার্তিক মণ্ডল, হরি সরকার, গোপাল দাস। আলোক-সম্পাতে : প্রভাস ভট্টাচার্য, ভবরঞ্জন দাস, নারায়ণ চক্রবর্তী, অমূল্য দাস, সতীশ, সুভাস, তারাপদ, ও কাশী। দৃশ্য-সজ্জায় : সুবোধ দাস, চিরঞ্জীব শর্মা, বৈজু সরদার, নারায়ণ জানা, রাজারাম শর্মা, হরিপদ পণ্ডিত, হরেন ও চীমা। স্থিরচিত্র : পিক্স ষ্টুডিও। পরিস্ফুটন ও মুদ্রণে : অবনী রায়, ফণীভূষণ সরকার, নিরঞ্জন চ্যাটার্জি, অবনী মজুমদার, পঞ্চানন ঘোষ, রবীন ব্যানার্জী, কানাই ব্যানার্জী, দুলাল সাহা, তপন বসু, বীরেন গুহবিশ্বাস। পরিচয়লিপি : সুধাময় দাশগুপ্ত।

অভিনয়াংশে : কাবেরী বসু, দীপঙ্কর দে, এন, বিশ্বনাথন, কেয়া চক্রবর্তী, মহুয়া রায়চৌধুরী, নবাগত ভাস্কর সেন, নবাগত মধুমিতা মুখার্জি, রাণু বোস, প্রভাঃ জানা, বিরজানিয়া, ভোলা বসু, বিদ্যুৎ গোস্বামী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য, সুব্রত সেন শর্মা, সুভাস সিংহ রায়, সুদীপ মজুমদার, হাবিব মিঞা ও আরো অনেকে।

প্রচার সচিব শৈলেশ মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বপরিবেশনা : চিত্রলিপি ফিল্মস্।

টেকনিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে অন্তদৃশ্য গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীতে পরিস্ফুটিত ও মুদ্রিত।

কাহিনী

দীর্ঘ কুড়ি বছর পর,—দুজনেই চমকে ওঠে। দক্ষিণ বিহারের খনি অঞ্চলের পাহাড় ঘেরা বাজারে অনুপম আর অঞ্জলি এই আকস্মিক সাক্ষাতে ক্ষণিকের জন্য রুদ্ধবাক্ হয়ে যায়। মনের পর্দায় ভেসে ওঠে অতীতের স্বপ্ন-রাঙা দিনগুলি। কলকাতার পাশাপাশি বাসিন্দা। অনুপমের প্রতিটি মুহূর্তের হিসেব রাখতো অঞ্জলি—অনুপমও মনের গভীরে প্রতিষ্ঠা করেছিলো অঞ্জলিকে। কিন্তু তাঁরা পরস্পরের সাথে মিলিত হতে পারেনি। অনুপমের নীরব অনুরাগ সেদিন মুখর হতে পারেনি—আর অঞ্জলির পিতা ঐশ্বর্যের আভিজাত্যে ছিলেন অন্ধ। বিলেতফেরৎ রণেনের সাথে অঞ্জলির বিয়ে হয়ে যায় আর প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মে অনুপম বিয়ে করে অনিতাকে।

সাময়িক বায়ু পরিবর্তনের জন্য অধ্যাপক অনুপম এখানে বেড়াতে এসেছে। সঙ্গে রয়েছে স্ত্রী অনিতা, কিশোরপুত্র বাপ্পা আর কন্যা হাসু। অঞ্জলির স্বামী রণেন স্থানীয় খনি-কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী। একমাত্র কিশোরীকন্যা ঝুমঝুমকে নিয়ে প্রাসাদোপম বাংলোয় বাস করে।

অনুপম আর অঞ্জলির আকস্মিক সাক্ষাৎ উভয় পরিবারের ঘনিষ্ঠতা এনে দেয়। বিশেষতঃ বাপ্পা ও ঝুমঝুম,—দুটি কিশোর কিশোরী পরস্পরকে নিবিড় আকর্ষণে কাছে টেনে নেয়। দুজনেই ছিল নিঃসঙ্গ—আজ দুজনের জীবনেই দেখা দেয় উদ্দাম ছন্দ। সহজ—সরল অথচ গভীর আনন্দে তারা ঘুরে বেড়ায়। পাহাড়ে—জঙ্গলে—নদীতীরে। কখনও পায়ে পায়ে—কখনও দৌড়ঝাপে আবার কখনওবা সাইকেলে।

অনুপম আর অঞ্জলির প্রায়ই দেখা হয়, হাসি আনন্দে উভয় পরিবারের বন্ধন নিকটতর হয়। দুজনেই খুজে পেতে চায় উভয়ের মানসিক পরিবেশ। সেখানে তারা এক ও অভিন্ন,—কেউ কাউকে ভুলতে পারেনি। সঙ্গোপনে হৃদয়ের অন্তস্থলে তারাতো আজও অনুভব করে উভয়ের দীর্ঘ কুড়ি বছর আগের সেই স্বপ্ন-ঘেরা মধুর মুহূর্ত। অন্তরে তারা অভিন্ন—অথচ বাস্তবতঃ দুজনেই সম্পূর্ণ পৃথক।

…বনভোজনে চলেছে দুটি পরিবার। পাহাড়-জঙ্গল-চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ছুটে চলেছে জীপ গাড়ী। চালক রণেন স্বয়ং। নির্দিষ্ট স্থানে গাড়ী থামে। বাপ্পা আর ঝুম ঝুম উদ্দাম আনন্দে নদীতীরে ছুটে যায়। রণেন আর অনিতা রান্নার আয়োজনে মেতে ওঠে। অদূরে পাহাড়ী ঝর্ণার সুর ভেসে আসে। রণেনের অনুরোধে অনুপমকে সঙ্গে করে অঞ্জলি যায় ঝর্ণা দেখাতে।

…পাহাড়ী রাস্তা ধরে এগিয়ে চলে তারা। চারিদিকে সবুজ বন—প্রকৃতির অনির্বচনীয় লীলাভূমি। উভয়ের মনে জাগে সবুজের স্বপ্ন,—বিশবছর আগের সেই রঙীন দিনগুলি যেন মূর্ত হয়ে দেখা দেয়। পাশাপাশি এগিয়ে চলে অনুপম আর অঞ্জলি,—সৃষ্টির আদিম মানব মানবীর নির্জন পথে নীরব অভিসারের জন্য বুঝি সমাগত। আকাশে বাতাসে প্রকৃতির অফুরন্ত সৌন্দর্য আর উভয়ের দেহ মনে মিলনের তৃষ্ণা। দুজনেই বুঝি সংযম হারিয়ে ফেলে। অদূরে শোনা যায় ঝর্ণার নৃত্য ছন্দ—দুজনের অন্তর দোলায়িত হয়ে ওঠে। ক্ষণিকের দুর্বলতা… উভয়ে উভয়কে আকর্ষণ করে নিবিড়ভাবে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তারা চমকে ওঠে…। না—না—এ অন্যায়। এ পাপ।

॥ গান ॥

(১)

না বুঝে কারে তুমি ভাসালে আঁখিজলে,
ওগো, কে আছে চাহিয়া শূণ্য পথপানে—
কাহার জীবনে নাহি সুখ, কাহার পরাণ জলে ॥
পড়নি কাহার নয়নের ভাষা,
বোঝনি কাহার মরমের আশা,
দেখনি ফিরে—
কার ব্যাকুল প্রাণের সাধ এসেছ দলে ॥

(২)

নীল দিগন্তে ঐ ফুলের আগুন লাগল।
বসন্তে সৌরভের শিখা জাগল ॥
আকাশের লাগে ধাঁধা রবির আলো ওই কি বাঁধা ॥
বুঝি ধরার কাছে আপনাকে সে মাগল।
সর্বেক্ষেতে ফুল হয়ে তাই জাগল ॥
নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল।
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন্ ফাগুনের
পাগল হাওয়া।
বুঝি এই ফাগুনে আপনাকে সে মাগল।
সর্বেক্ষেতে ঢেউ হ'য়ে তাই জাগল

(৩)

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক-না।
মন উড়েছে-উড়ুক-নারে মেলে দিয়ে গানের পাখ্না ॥
আজকে আমার প্রাণ-ফোয়ারার সুর ছুটেছে,
দেহের বাঁধ টুটেছে—
মাথার' পরে খুলে গেছে আকাশের ওই
সুনীল ঢাক্না ॥
ধরণী আজ মেলেছে তার হৃদয়খানি,
সে যেন রে কেবল বাণী।
কঠিন মাটি মনকে আজি দেয়না বাধা,
সে কোন্ সুরে সাধা
বিশ্ব বলে মনের কথা, কাজ পড়ে আজ
থাকে থাক্-না ॥

Story

Anupam : College Teacher : **FROM HERE TO NO WHERE**

Twenty years are not so long in a man's life that he can forget his past completely. So it was with a sense of profound shock that I recognised Anjali that evening in the village fair. How long ago it all seemed ! She was my next door neighbour, a rich man's daughter and so far above my station in life. We were in love......at least I was. You see, we had exchanged only books, but no words And now, after twenty long years......

Anjali : Wife of Ronen Roy :

I am sure it was Anupam after all this time. How my heart beat rapidly. He looked thinner, but as young as ever. I recall those days. Poor by, with his eyes glued to his books, but an alert ear cocked to hear the sound of my car. After all this time, to come face to face again, here in this beautiful place.

Ronen Roy : Chief Executive :

What did Anjali say......ah ! yes, she had met an old friend. Dragged me along to see the family. Nice fellow, teacher of history, The son seems bright too......advised him to study technology. After all, this is an age of technocrats and technology.

Anupam :

What's happening to me ? I must hide my thoughts from Anita. Oh ! how I yern for Anjali. I wonder, does she feel the same ?

Anjaji :

Anupam brought his family to see us. How thrilled I was ! I could see that he hadn't forgotten. I long to be...Oh.. those days.

Ronen :

What's come over me ? I came here to do big things. But everything seems to be going wrong. I can't concentrate. Even Anjaji seems to have changed. Can it be that...? No......such a thought is unworthy of me. Well, we'll see...

Anupam :

Anita says Ronen Babu is a nice man. Even Bappa spends all his time in their house. I must get Anjali alone and open my heart to her.

Anjali :

What till I get him alone. I'll tease him to death. Then......

Ronen :

This Jeep is a tricky one. Wish I hadn't taken it But Anjali had invited Anupam and the family to a picnic. Nature is beautifull, but cruel also. Ah ! the pain of it...sent them off to see the waterfall. Can't take anymore of this. Must make an end to it.

Anjali and Anupam :

Two hearts beating in unison. No end to this ecstasy. Is this love...fulfillment ?

Anjali :

What have I done ? Oh ! Why did you come into my life ? I

চিত্রলিপির ২'খানি অবিস্মরণীয় ছবি

অজয় কর ● বিমল দে প্রযোজিত এবং অজয় কর পরিচালিত

★

শরৎচন্দ্রের

পরিণীতা

সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

শ্রেঃ সৌমিত্র ● মৌসুমী ● বিকাশ ● শমিত ● অনুভা

★

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার বিজয়ী

রবীন্দ্রনাথের

মাল্যদান

সংগীত : **হেমন্ত মুখোপাধ্যায়**

শ্রেঃ সৌমিত্র ● নন্দিনী ● সাবিত্রী ● শৈলেন ● ভানু

সম্পাদনা : শৈলেশ মুখোপাধ্যায়। চিত্রলিপির জন-সংযোগ বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত।